বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পেনশনারদের জন্য

আনুতোষিকের হার পুন: নির্ধারণ:

পেনশযোগ্য চাকুরিকাল সর্বনিম্ন ১০ বছর থেকে ০৫ বছরে কমিয়ে আনার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ণ পেনশনের ক্ষেত্রে আনুতোষিকের হার বাধ্যতামূলক সমর্পিত প্রতি ১ (এক) টাকার বিপরীতে ২৩০/- অপরিবর্তীত রেখে অর্থ বিভাগের ২৩-১২-২০১৩ খ্রি: তারিখের ০৭,০০,০০০০,৭১,১৩,০২৭,১৩,১৬০ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনের ক্রমধারায় আনুতোষিকের হার নিম্নরূপ পুন:নির্ধারণ করা হলো:

ক্র.নং	পেনশনযোগ্য চাকুরী	বিদ্যমান আনুতোষিকের হার প্রতি টাকার বিপরীতে	সংশোধিত আনুতোষিকের হার প্রতি টাকার বিপরীতে	মন্তব্য/ব্যাখ্যা
১	৫ বছর বা ততোধিক কিন্তু ১০ বছরের কম	-	২৬৫/-	১/৭/২০১৫ হতে ৫-৯ বছর চাকুরীকাল পেনশনযোগ্য চাকুরিকাল হিসাবে নতুন সংযোজন করা হয়েছে
২	১০ বছর বা ততোধিক কিন্তু ১৫ বছরের কম	২৬০/-	অপরিবর্তিত	
৩	১৫ বছর বা ততোধিক কিন্তু ২০ বছরের কম	২৪৫/-	অপরিবর্তিত	
৪	২০ বছর বা ততোধিক বছর	২৩০/-	অপরিবর্তিত	

চাকুরী পেনশনযোগ্য হওয়ার আগে স্বাস্থ্যগত কারনে অক্ষম হয়ে পড়া অথবা চাকুরী পেনশনযোগ্য হওয়ার আগে মৃত্যুবরণকারী কর্মচারীকে/পরিবারকে এককালীন বিশেষ আর্থিক সহায়তা প্রদানঃ

একজন সরকারি কর্মচারীর মেয়াদ ০৫ (পাঁচ) বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যদি তিনি স্বাস্থ্যগত কারণে অক্ষম হয়ে পড়েন, অথবা তার মৃত্যু হয়, সেক্ষেত্রে বর্তমান প্রচলিত ১৫০০০/- টাকা এককালীন আর্থিক সুবিধা প্রদানের স্থলে অর্থমন্ত্রণালয়ের ২০ ডিসেম্বার ১৯৭৭ তারিখের এমএফ (আইডি) ১-২/৭৭/৮৫৬ সংখ্যক অফিস স্মারকে ক্রমধারায় চাকুরীর মেয়াদে প্রতি বছর ৩ বা তার অংশ বিশেষের জন্য তার শেষ আহরিত ৩ (তিন) টি মূল বেতনের সমপরিমাণ হারে তিনি অথবা তার পরিবার এককালীন বিশেষ আর্থিক সহায়তা প্রাপ্য হবেন।

পেনশনারের বিধবা স্ত্রীর আজীবন পেনশন প্রাপ্যতার শর্ত শিথিলকরণ:

বর্তমানে প্রচলিত বিধান মতে মৃত কর্মচারীর বিধবা স্ত্রী আজীবন পারিবারিক পেনশন পেয়ে থাকেন। বিধবা স্ত্রীর পূনঃবিবাহ না করার অঙ্গীকার নামা/প্রত্যয়নপত্র দাখিলের শর্ত ৫০ বছরের উর্দ্ধ বয়সী বিধবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবেনা।

মৃত মহিলা বেসামরিক কর্মচারীর স্বামী পারিবারিক পেনশন প্রাপ্যতা ঃ

পারিবারিক পেনশনের ক্ষেত্রে একজন মৃত মহিলা বেসামরিক কর্মচারীর স্বামী পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হলে বিধবা স্ত্রীর পারিবারিক পেনশন প্রাপ্যতার অনুরূপ হারে ও পদ্ধতিতে মৃত মহিলা বেসামরিক সরকারি কর্মচারীর বিপত্নীক স্বামী পারিবারিক পেনশন প্রাপ্য হবেন।

তবে প্রচলিত সকল বিধি বিধান অনুসরণ পূর্বক বিপত্নিক স্বামী সর্বাধিক ১৫ (পনের) বৎসর পর্যন্ত পারিবারিক পেনশন প্রাপ্য হবেন ; এবং

ছুটি নগদায়ণ ঃ

অবসরকালে অর্জিত ছুটি পাওনা সাপেক্ষে ১২ (বার) মাসের ছুটি নগদায়ণের বিধান পরিবর্তন করে ১৮ (আঠার) মাসের মূল বেতনের সমপরিমান অর্থ প্রাপ্য হবেন। অবসর-উত্তর ছুটি (পিআরএল) এবং ছুটি নগদায়ণের ক্ষেত্রে ২ (দুই) দিনের অর্ধ গড় বেতনের ছুটিকে ১ (এক) একদিনের গড় বেতনের ছুটিতে রূপান্তর (**Conversion**) করা যাবে। অবসরকালীন মূল বেতনের ভিত্তিতে উক্ত নগদায়ণ সুবিধা অবসর-উত্তর ছুটির শুরুতে প্রাপ্য।

অবসর-উত্তর ছুটি ভোগ না করলেও এ আর্থিক সুবিধার প্রাপ্য হবেন।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ ১/৭/২০১৫ খ্রি. তারিখ হতে কার্যকর বলে গণ্য হবে। উক্ত তারিখে (পি আর এল) ভোগরত কর্মচারীগণও উক্ত পূনঃনির্ধারিত সুবিধা সহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রাপ্য হবেন।

পেনশনারগণ/পারিবারিক পেনশনারগণ মাসিক পেনশনের উপর ৫% হারে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট প্রাপ্য হইবেন। যাহা ১লা জুলাই ২০১৭ খ্রি: তারিখ হইতে কার্যকর হয়েছে।

উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়

ভাণ্ডারিয়া, পিরোজপুর।